পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়,ঢাকা ।

পিএসডি সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১৩

তারিখ: ০১ সেপ্টেম্বর,২০১৩ / ১৭ ভাদ্র,১৪২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/নির্বাহী প্রধান
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

Guidelines on Mobile Financial Services for the Banks

উপর্যুক্ত বিষয়ে ২০/১২/২০১১ তারিখের ডিসিএমপিএস (পিএসডি) সার্কুলার লেটার নং-১১ এর মাধ্যমে জারিকৃত 'Amendment of Guidelines on Mobile Financial Services for the Banks' এবং ১৪/১২/২০১১ তারিখের ডিসিএমপিএস (পিএসডি) সার্কুলার নং-১০ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে ।

উপরিলি□খিত ১৪/১২/২০১১ তারিখের ডিসিএমপিএস (পিএসডি) সার্কুলার নং-১০ এর মাধ্যমে এক মোবাইল হিসাব থেকে অপর মোবাইল হিসাবে P2P অর্থ স্থানান্ড়রের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হলেও ক্যাশ ইন বা ক্যাশ আউট এর অর্থের সীমা/পরিমাণ কিংবা সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না । এতদ্ব্যতীত মোবাইল হিসাব নেই-এরকম ব্যক্তিও এজেন্ট কিংবা অন্য গ্রাহকের মোবাইল হিসাব ব্যবহার করে ক্যাশ ইন/আউট সহ অর্থ স্থানান্ড়র করছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে যা ঝুঁকিপূর্ণ এবং Guidelines on Mobile Financial Services for the Banks এর পরিপন্থী। বাংলাদেশ ব্যাংকের Guidelines যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ার কারণে মোবাইল হিসাব ব্যবহার করে জালিয়াতি ও প্রতারণার ঘটনাও ঘটছে । এ প্রেক্ষিতে সংশি□ষ্ট পক্ষসমূহের সঙ্গেঁ আলোচনাক্রমে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এ জালিয়াতি রোধকল্পে নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে যা অনুসরণের জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে ঃ

১. মোবাইল হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২২/০৯/২০১১ তারিখের ডিসিএমপিএস সার্কুলার নং-০৮ এর মাধ্যমে জারিকৃত এবং ২০/১২/২০১১ তারিখে ডিসিএমপিএস (পিএসডি) সার্কুলার লেটার-১১ এর মাধ্যমে সংশোধিত 'Guidelines on Mobile Financial Services (MFS) for the Banks' এ বর্ণিত KYC সংক্রান্ড় নির্দেশনা পরিপূর্ণভাবে পরিপালন করতে হবে ।
২. গ্রাহকের হিসাব খোলার আবেদন/KYC Form ব্যাংক কর্তৃক যাচাই এবং অনুমোদন করার পূর্বে নগদ অর্থ জমা গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনরূপ লেনদেন (অর্থ উত্তোলন, স্থানান্ড়র প্রভৃতি) করা যাবে না ।
৩. গ্রাহকের মোবাইল হিসাব থাকার বিষয়টি এজেন্ট কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে প্রয়োজনীয় লেনদেন করতে হবে । এ ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশি□ষ্ট এজেন্ট/এজেন্টদের এজেন্সীশিপ তাৎক্ষনিকভাবে বাতিল করতে হবে । বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকেরও নজরদারীতে থাকবে ।
৪. এক এজেন্ট এর মোবাইল হিসাব থেকে অন্য এজেন্ট এর মোবাইল হিসাব-এ অর্থ জমা (Cash In) বা অর্থ স্থানান্ড়র (P2P) করা যাবে না ।
৫. একজন এজেন্ট দৈনিক ০৫(পাঁচ) বার এর বেশী নিজের এজেন্ট হিসাব-এ নগদ অর্থ জমা দিতে পারবেন না ।
৬. একজন গ্রাহক তাঁর মোবাইল হিসাব-এ সর্বোচ্চ দৈনিক নগদ অর্থ জমা ০৫ (পাঁচ) বার ও মাসে ২০ (বিশ) বার এবং দৈনিক নগদ উত্তোলন ০৩ (তিন) বার ও মাসে ১০ (দশ) বার করতে পারবেন ।
৭. একজন গ্রাহক (ব্যক্তি) হিসাব-এ দৈনিক নগদ জমা এবং নগদ উত্তোলনের পরিমাণ প্রতিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৳২৫,০০০/- নির্ধারণ করা হলো । তবে মাসিক ভিত্তিতে নগদ জমা কিংবা উত্তোলনের পরিমাণ সর্বমোট ৳১,৫০,০০০/- এর অধিক হবে না ।
৮. গ্রাহকের P2P অর্থ স্থানান্ড়রের ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত সীমা অর্থাৎ প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৳১০,০০০/- এবং মাসিক ভিত্তিতে সর্বমোট ৳২৫,০০০/- যথারীতি বলবৎ থাকবে ।
৯. মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সংক্রান্ড় Guidelines এর ৫.০ সেকশনে বর্ণিত সেবা যেমন-P2B, B2P, P2G, G2P ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে উপরিলি□খিত লেনদেন সীমাসমূহ প্রযোজ্য হবে না । নজরদারির সুবিধার্থে ব্যাংক বা এর সাবসিডিয়ারী কর্তৃক পরিচালিত সিস্টেমে এ সব লেনদেন সনাক্তকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

বর্ণিত শর্তাদির মধ্যে ২নং ক্রমিকে বর্ণিত শর্তটি ডিসেম্বর,২০১৩ এর মধ্যে কার্যকর করতে হবে । অন্যান্য শর্তাদি সার্কুলার লেটার জারির দিন থেকে কার্যকর হবে ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ হুমায়ুন কবীর)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৭৪